ফিতরার যাকাতের পরিমাণ কত?

আব্দুল হামীদ মাদানী প্রণীত

(রমযানের ফাযায়েল ও রোযার মাসায়েল বই থেকে)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

ফিতরার সদকাহ ওয়াজেব হল এক সা' পরিমাণ। এখানে সা' বলতে মদীনায় প্রচলিত নববী সা' উদ্দিষ্ট। পৃথিবীর অন্য কোন অঞ্চলে সা' প্রচলিত থাকলেও তা যদি মাদানী সা' থেকে মাপে ভিন্ন হয়, তাহলে ফিতরাহ আদায়ের ক্ষেত্রে সে সা'-এর মাপ গ্রহণযোগ্য নয়।

নববী সা'-এর মাপ অনুযায়ী বর্তমান যুগে ভাল ধরনের গমের ওজন হয় ২ কেজি ৪০ গ্রাম। *(আল-মুমতে' ৬/১৭৬)* অবশ্য চাল ইত্যাদি সলিট খাদ্য-দ্রব্যের ওজন তার থেকে বেশী হবে। অতএব এক সা' পরিমাণ খাদ্যের মাঝামাঝি ওজন হবে মোটামুটি আড়াই কেজি মত। *(তাযকীরু ইবাদির রাহমান, ফীমা অরাদা বিসিয়ামি শাহরি রামাযান, ইয়াকূব বিন ইউসুফ ৩১পৃঃ, যাদুস সায়েম ২৯পৃঃ)*

পক্ষান্তরে অর্ধ সা' গম ফিতরা দেওয়ার ব্যাপারটা মুআবিয়া ﷺ-এর নিজস্ব মত; যে মতের বিরোধিতা করেছেন আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন আমাদের মাঝে ছিলেন, তখন আমরা ফিতরার সদকাহ প্রত্যেক ছোট ও বড়, স্বাধীন ও ক্রীতদাসের তরফ থেকে এক সা' খাদ্য; এক সা' পনির, এক সা' যব, এক সা' খেজুর অথবা এক সা' কিসমিস আদায় দিতাম। এইভাবেই আমরা সদকাহ আদায় দিতাম; অতঃপর একদা মুআবিয়া বিন আবূ সুফিয়ান হজ্জ অথবা উমরাহ করতে এসে (মদীনায়) এলেন। সেই সময় তিনি মিম্বরে খুতবাহ দেওয়ার সময় লোকেদের উদ্দেশ্যে যে সব কথা বলেছিলেন, তার মধ্যে একটি কথা ছিল এই যে, 'আমি মনে করি শামের অর্ধ সা' (উৎকৃষ্ট) গম এক সা' খেজুরের সমতুল্য।' ফলে লোকেরা তাঁর এ মত গ্রহণ করে নিল। আবূ সাঈদ বলেন, 'কিন্তু আমি ততটা পরিমাণ খাদ্যই আজীবন আদায় দিতে থাকব, যতটা পরিমাণ আমি পূর্বে (আল্লাহর রসূল ﷺ-এর যুগে) আদায় দিতাম।' *(বুখারী ১৫০৮, মুসলিম ৯৮৫, আবূ দাউদ ১৬১৬নং)*

ত্বাহাবী প্রমুখ হাদীসগ্রন্থের এক বর্ণনায় আছে, আবূ সাঈদ বলেন, ' আমি ততটা পরিমাণ খাদ্যই আদায় দিতে থাকব, যতটা পরিমাণ আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর যুগে আদায় দিতাম; এক সা' খেজুর, এক সা' যব, এক সা' কিসমিস অথবা এক সা' পনীর।' এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, 'অথবা অর্ধ সা' গম?' তিনি বললেন, 'না। এটা হল মুআবিয়ার মূল্য নির্ধারণ; আমি তা গ্রহণ করি না এবং তার (এ মতের) উপর আমলও করি না।' *(ইরওয়াউল গালীল ৩/৩৩৯)*

এক সা' গম ফিতরাহ দেওয়ার কথা মহানবী ﷺ থেকে প্রমাণিত নয়। যেমন অর্ধ সা' গম ফিতরাহ দেওয়ার হাদীস সহীহর দর্জায় পৌঁছে না।

বলা বাহুল্য, ফিতরার মূল্য নির্ধারণ সঠিক হবে না। বরং মূল্য প্রত্যেক যুগে এবং প্রত্যেক দেশে ভিন্ন ভিন্ন হবে। কোন সময় এমনও হতে পারে যে, (খেজুরের পরিমাণে) ফিতরায় কয়েক সা' গম আদায় দিতে হবে।

মোটকথা, সা'-এর পরিমাপকেই ফিতরার মাপকাঠি গণ্য করা হল মৌলিক ব্যাপার এবং তাতেই রয়েছে সর্বপ্রকার খাদ্য এবং সর্বযুগের জন্য পূর্বসতর্কতামূলক আমল। আর এই মত অনুসরণ করার মাধ্যমেই এ ব্যাপারে মতভেদকে এড়ানো সম্ভব হবে এবং মান্য করা হবে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হাদীসকে। *(ফিকহুয যাকাত ২/৯৪০-৯৪১, আল-মুমতে' ৬/১৭৯-১৮০)*

সাদাকাতুল ফিত্বর কোন্ খাদ্য থেকে আদায় করতে হবে?

সাদাকাতুল ফিত্বর দেশের প্রধান খাদ্য থেকে হওয়াই বাঞ্ছনীয়; যদিও হাদীসে সে খাদ্যের উল্লেখ নেই, যেমন চাল। পক্ষান্তরে যে সব খাদ্যের কথা হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ এসেছে; যেমন খেজুর, যব, কিমমিস ও পনীর - এ সব খাদ্য আল্লাহর রসূল ﷺ-এর যুগের মত দেশের প্রধান খাদ্য না হলে তা থেকে ফিতরা আদায় যথেষ্ট হবে না। হাদীসে ঐ চারটি খাদ্যের উল্লেখ আসার কারণ হল, সে যুগে মদীনায় সেগুলি প্রধান খাদ্যসামগ্রীরূপে ব্যবহার হত। সুতরাং তার উল্লেখ উদাহরণস্বরূপ করা হয়েছে; নির্ধারণস্বরূপ নয়। আবূ সাঈদ ﷺ বলেন, 'আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর যামানায় ঈদের দিন এক সা' খাদ্য আদায় দিতাম। আর তখন আমাদের খাদ্য ছিল, যব, কিসমিস, পনীর ও খেজুর।' *(বুখারী ১৫১০নং)*

এখানে 'খাদ্য' বলে মৌলিক উপাদানের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ, ফিতরা ছিল মানুষের খাদ্য ও আহার; যা খেয়ে লোকেরা জীবন ধারণ করত। এ কথার সমর্থন করে ইবনে আব্বাস ﷺ-এর হাদীস; তিনি বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ রোযাদারের অসারতা ও যৌনাচারের পঙ্কিলতা থেকে পবিত্রতা এবং মিসকীনদের আহার স্বরূপ (সাদাকাতুল ফিত্বর) ফরয করেছেন ---।' *(সহীহ আবূ দাউদ ১৪২০, ইবনে মাজাহ ১৮২৭, দারাকুতনী, হাকেম ১/৪০৯, বাইহাকী ৪/১৬৩)*

সুতরাং যে দেশের প্রধান খাদ্য কোন শস্য অথবা ফল না হয়; বরং গোশ্ত হয়, যেমন যারা পৃথিবীর উত্তর মেরুতে বসবাস করে তাদের প্রধান খাদ্য হল গোশ্ত, তারা যদি ফিত্বরায় গোশ্ত দান করে, তাহলে সঠিক মত এই যে, নিঃসন্দেহে তা যথেষ্ট হবে।

সারকথা, দেশের প্রধান খাদ্য শস্য, ফল বা গোশ্ত যাই হোক না কেন, ফিতরায় তা দান করলে ফিতরা আদায় হয়ে যাবে। তাতে সে খাদ্যের কথা হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ থাক অথবা না থাক। *(আল-মুমতে' ৬/১৮০-১৮৩)*

উক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, ফিতরায় টাকা-পয়সা, কাঁথা-বালিশ-চাটাই, লেবাস-পোশাক, পশুখাদ্য অথবা কোন আসবাব-পত্র দান করলে তা যথেষ্ট নয়। কারণ, তা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নির্দেশ-বিরোধী। আর তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করে, যাতে আমাদের নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।" *(আহমাদ ২/১৪৬, বুখারী তা'লীক ১৫৩৯পৃঃ, মুসলিম ১৭১৮নং, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ)* "যে ব্যক্তি আমাদের এ ব্যাপারে নতুন কিছু উদ্ভাবন করে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।" *(আহমাদ ৬/২৭০, বুখারী ২৬৯৭, মুসলিম ১৭১৮নং, ইবনে মাজাহ)*

টাকা-পয়সা হিসাবে (রুপার) দিরহাম এবং (সোনার) দীনার মুদ্রা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর যামানায় মজুদ ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ফিতরার যাকাতে এক সা' খাদ্য দান করতেই আদেশ করলেন এবং তার মূল্য দান করার এখতিয়ার ঘোষণা করলেন না। সুতরাং ফিতরায় খাদ্যের দাম আদায় দেওয়া সাহাবা ﷺ-গণের বিরুদ্ধাচরণ। যেহেতু তাঁরা ফিতরার সদকায় এক সা' খাদ্যই দান করতেন। পরন্তু আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা আমার সুন্নাহ (তরীকা) ও আমার পরবর্তী সুপথপ্রাপ্ত খলীফাদের সুন্নাহ অবলম্বন কর। তা খুব সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর। আর অভিনব কর্মাবলী থেকে সাবধান থেকো।---" *(আহমাদ ৪/১২৬, ১২৭, আবূ দাউদ ৪৬০৭, তিরমিযী ২৬৭৬, ইবনে মাজাহ ৪৩, ৪৪, ইবনে হিব্বান, হাকেম ১/৯৫ প্রমুখ, ইরওয়াউল গালীল ২৪৫৫নং)*

তাছাড়া ফিতরার যাকাত নির্দিষ্ট দ্রব্য থেকে আদায়যোগ্য একটি ফরয ইবাদত। অতএব নির্দিষ্ট ঐ দ্রব্য ছাড়া অন্য দ্রব্য আদায়ের মাধ্যমে ঐ ফরয পালন হবে না; যেমন তার নির্দিষ্ট সময় ছাড়া অন্য সময়ে তার আদায় যথেষ্ট হবে না। পক্ষান্তরে ফিতরায় খাদ্য দান করা ইসলামের একটি স্পষ্ট প্রতীক। কিন্তু মূল্য আদায় দিলে তা গোপন দানে পরিণত হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, সুন্নাহর অনুসরণ করাই আমাদের জন্য উত্তম এবং তাতেই আছে সার্বিক মঙ্গল। *(মাজালিসু শাহরি রামাযান, মজলিস নং ২৮, ফুসূলুন ফিস্-সিয়ামি অত্-তারাবীহি অয্-যাকাহ, ইবনে উষাইমীন ৩০পৃঃ)*

বুঝা গেল যে, গ্রাম-শহর সকল স্থানে প্রধান খাদ্য চাল ফিতরা দেওয়ার পরিবর্তে তার নির্দিষ্ট মূল্য আদায় করা যথেষ্ট নয়। চাকুরী-জীবী হলেও তাকে চাল ক্রয় করেই ফিতরা দিতে হবে। অবশ্য তার কোন এমন প্রতিনিধি অথবা কোন এমন সংস্থাকে টাকা দেওয়া চলবে, যে খাদ্য ক্রয় করে ঈদের আগে গরীবদের হাতে পৌঁছে দেবে।

আর দানের ক্ষেত্রে মধ্যম ধরনের চাল এখতিয়ার করা বাঞ্ছনীয়। নচেৎ ইচ্ছাকৃত নিম্নমানের চাল দান করলে মহান আল্লাহর দরবারে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

((وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيْهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ)).

অর্থাৎ, (হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের উপার্জিত এবং ভূমি হতে উৎপাদনকৃত বস্তুর মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা দান কর।) আর তা হতে মন্দ জিনিস দান করো না; অথচ চোখ বন্ধ করে ছাড়া তোমরা নিজে তা গ্রহণ করবে না। *(সূরা বাক্বারাহ ২৬৭ আয়াত)*

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.